03 SEP 2016

যুগান্তর

শাবি ছাত্রলীগের ৩৬ জনকে শোকজ অর্থদণ্ড

শাবি প্রতিনিধি

দু'গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীকে কেন বহিষ্কার করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শাতে বলেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি। এই চারজনসহ ছাত্রলীগের মোট ৩৬ জনকে প্রক্টরিয়াল বডি ও হল প্রশাসনের কাছে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। এছাড়া ১২ নেতাকর্মীকে অর্থদণ্ড দিয়েছে প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. রাশেদ তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত কয়েক দিনের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাতে এ সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। 'কেন এক সেমিস্টার বহিষ্কার করা হবে না' তা জানতে চেয়ে চারজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তারা হলেন— শাবি ছাত্রলীগের উপ-মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক লক্ষণ চন্দ্র বর্মন (ব্যবসায় প্রশাসন), সদস্য নজরুল ইসলাম রাকিব (গণিত), কর্মী আজমাইন (বাংলা) ও তাজবির (নৃবিজ্ঞান)। একই ঘটনায় ছাত্রলীগের ১২ নেতাকর্মীকে প্রক্টরিয়াল বডির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০০ টাকা জরিমানাসহ শোকজ করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন— সোহাগ খান ফাইয়াজ, সাখাওয়াত হোসেন, সজীবুর রাহমান, মনোয়ার হোসেন, নিয়াজ, তৌকির তন্ময়, রাখশ মণ্ডল, রনি তালুকদার, শাহ আলম, মাহবুব, শাওন ও কামরুল ইসলাম। এছাড়া ২০ নেতাকর্মীকে ৩১ আগস্ট ছাত্রলীগ কর্মী মনোয়ার হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় ৫০০ টাকা জরিমানাসহ কেন শাহ পরান হল থেকে বহিষ্কার করা হবে না, তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে হল প্রশাসন। এরা হলেন— রুহুল আমিন, কামরুল ইসলাম, নূরে আলম, তৌকির আহমদ তালুকদার, মৃণ্ময় দাশ ঝুটন, জাকারিয়া, রাব্বী, শিহাব, আবদুল হাদি, আমজাদ, জনি, মোশাররফ, জাকির, আরাফাত ইয়াসিন, বাসির মিয়া, মুনকির, ইয়ামিন, স্বাধীন, মোমিন ও আজমাইন।

শাবি ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী বলেন, ভুল বোঝাবুঝি থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত। নেতাকর্মীরা ভবিষ্যতে এমন ঘটনায় জড়াবে না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে। সম্পাদক ইমরান খান বলেন, সাংগঠনিকভাবে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছাত্রলীগে বিশৃংখলাকারীদের কোনো ঠাঁই নেই। ফুটবল খেলার কমিটি গঠন নিয়ে রোববার শাবি ছাত্রলীগের সম্পাদক ইমরান খান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য উত্তম কুমার দাশের সমর্থক রনি-সাখাওয়াত অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দু'দিন পর সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থের অনুসারীরা ইমরান গ্রুপের সমর্থক মনোয়ার হোসেনকে একা পেয়ে মারধর করেন।